তরুণ ভোটাররা প্রভাব ফেলবে নির্বাচনে

যতই দিন ঘনিয়ে আসছে ত্রয়োদশ নির্বাচন নিয়ে মানুষের মঝে বাড়ছে নির্বাচনী উত্তাপ। আগামী বছর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম প্রান্তিকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এলক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রস্তুতি নিতে রাতদিন মাঠে কাজ করে যাচ্ছে।

গত ৩ নভেম্বর বিএনপির পক্ষ থেকে ২৩৭ জন এবং ৩৬জনের সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। সেই তালিকায় ঝিনাইদহ জেলার মাত্র ১টি আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বাকী ৩টি অসনের প্রার্থীর নাম চুড়ান্ত না করায় বিএনপির মধ্যে অস্বস্তি দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ঝিনাইদহ-২ আসনে বিএনপির মধ্যে এই বিষন্নতা বেশি দানা বাধার কারণ হলো সমমনাদের নিয়ে জোটগত ভাবে নির্বাচন করার ঘোষণাকে কেন্দ্র করে।

চুড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা না হলেও অনেকে মনে করছেন স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের পতনের সময় যুগপথ আন্দোলনের শরিক বাংলাদেশ গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানকে এই আসনটি ছেড়ে দিতে পারে। আবার বিএনপি তৃনমূল নেতা কর্মীরা মনে করেণ ঝিনাইদহ-২ আসনটি জেলার রাজনীতিতে ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে, ফলে নমিনেশন যদি অন্য দলকে দেয়া হয় তাহলে জেলার রাজনীতিতে বিএনপির উপরে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে, দলে বিভক্তি রাড়বে। এমনকি এই ছিট বিএনপির হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে জামায়াতের অবস্থান ভাল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী দাড়ানোর সুযোগ পেলে তিনিও পাশ করার সম্ভবনা রয়েছে। তবে বিএনপির প্রার্থীকে মনোনয়ন দিলে পাশের ব্যাপারে তারা শতভাগ আশাবাদ ব্যক্ত করেণ।

ঝিনাইদহ সদরের ১৩টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত ঝিনাইদহ-২ আসন। এই আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীর সংখ্যা একাধিক থাকলেও কেন্দ্র কাউকে প্রার্থী ঘোষণা করেনি। মনোনয়ন দৌড়ে এ আসন থেকে জেলা বিএনপির সভাপতি এম এ মজিদ প্রচার প্রচারনায় অনেক এগিয়ে রয়েছে, তাছাড়া সাবেক এমপি মসিউর রহমানে ছেলে ডা: মো: ইব্রাহীম রহমান (বাবু)’র প্রচারণাও লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয়

সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান অলোচনায় রয়েছে। তিনি জোটের প্রার্থী না হলেও গণঅধিকার থেকেই নির্বাচন করবেন এবং সে লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এছাড়াও জাতীয় নাগরিক পাটি’র (এনসিপি) মোঃ হামিদ পারভেজ মিয়া এ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে দলীয় মনোনয়ন কিনেছেন। সরকার পতনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রআন্দোলনের ব্যাপক ভূমিকা থাকায় তাদের রাজনৈতিক দল এনসিপি নির্বাচনী আলোচনায় রয়েছে। নতুন দল হলেও মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন বেকারদের কর্মসংস্থানে তারা ব্যাপক ভূমিকা রাখবেন বলে হামদি পারভেজ মিয়া দাবি করেণ। অন্য দিকে গুরুত্বপূর্ণ এ আসনটিতে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী দলটির জেলা আমির অধ্যাপক আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর। তিনি নির্বাচনে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে দলের নেতা কর্মীরা প্রত্যাশা করেন। তিনি প্রতিনিয়ত দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে পিআর ও জুলাইসনদের আন্দেলনের পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

তাছাড়া বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী হচ্ছেন জেলা সভাপতি ডা: মমতাজুল ইসলাম। তাছাড়া বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সহসভাপতি ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মো: নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল এবারও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মাঠে থাকার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বছরাধিকাল ধরে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচিত সহসভাপতি হিসেবে দেশের ফুটবলের উন্নয়নে ব্যাপক কাজ করে যাচ্ছেন।

এবিষয়ে নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল বলেন, ভোট গণতান্ত্রিক অধিকার রাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা ছাড়া সবাই নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারেন, জনগণ যাকে বেছে নিবেন তিনিই নির্বাচিত হবেন। তিনি এই সরকারের অধিনে নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হবে বলে বিশ্বাস করেন। তবে এবছর নতুন ভোটাররা নির্বাচনে জয়পরাজয়ে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। সাধারণ ভোটারদের ধারণা শেষমেষ বিএনপি জামায়াতের মধ্যেই এই আসনে জয়-পরাজয়ের লড়াই হবে।

ঝিনাইদহ-২(ঝিনাইদহ-হরিণাকুণ্ডু) আসনে কারা লড়বেন ভোটের মাঠে!

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনো চূড়ান্ত হয়নি। নির্বাচন নিয়ে সংশয়ও কাটেনি। তবে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্ঠা রাজনৈতিক দলের কাছে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মানুষ ধারণা করছেন আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

এই সম্ভাবনাকে সামনে নিয়ে রাজনৈতিক দলের নেতাদের মাঝে শুরু হয়েছে দলীয় প্রার্থী মনোনয়নের তৎপরতা। দলীয় মনোনয়ন পেতে নিজ নিজ দলের কেন্দ্র ও হাইকমান্ডে জোর লবিং চালিয়ে যাচ্ছেন প্রার্থীরা। ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনের মধ্যে সদর আসনটির রাজনৈতিক বিবেচনায় গুরুত্ব অনেক বেশি। জেলার হেড কোয়াটার হওয়ায় এই আসনের সংসদ সদস্য জেলার রাজনীতির মূল চালিকা শক্তি। মর্যাদাপূর্ণ এ আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীরা এরই মধ্যে ভোটের মাঠ গোছাতে নেমে পড়েছেন। দলীয় কর্মসূচির পাশাপাশি ওয়ার্ডভিত্তিক জনমত গঠন ও সমর্থন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানা কৌশলে কাজ করে যাচ্ছেন বিএনপি, জামায়াত, ইসলামী আন্দোলন, গণঅধিকার পরিষদ ও এনসিপির নেতারা।

দলীয় সমাবেশ, জাতীয় দিবস ও বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবকে সামনে নিয়ে সম্ভাব্য মনোনয়ন প্রত্যাশীরা শহর থেকে গ্রাম-গঞ্জে ব্যানার ফেস্টুন লাগিয়ে ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছেন। দৃশ্যমান প্রচারের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও দলীয় নেতা-কর্মী সমর্থকরা তাদের পছন্দের প্রার্থীর প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে নবগঠিত রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ঝিনাইদহের চারটি আসনে যোগ্য প্রার্থী সামনে আনতে না পারলেও ঝিনাইদহ-২ আসনে তারা একজন কেন্দ্রীয় নেতাকে প্রার্থী হিসেবে দিতে পারে। তরুণ ভোট তাদের একমাত্র ভরসা। ঝিনাইদহ শহর ছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চল ও জেলার অন্য ৫টি উপজেলায় এনসিপির দলীয় কর্মসূচিও তেমন একটা দেখা যায় না।

নির্বাচন কেন্দ্রীক কিছু দলের জোটবদ্ধ নির্বাচন করার সম্ভাবনার কথা শুনা যাচ্ছে সে ক্ষেত্রে জামায়াতের সাথে ইসলামী আন্দোলনসহ

অন্যান্য কিছু ইসলামী দলের জোটবদ্ধ নির্বাচনের সম্ভাবনা রয়েছে আবার বিএনপির কিছু মিত্র রয়েছে তাদেরকেউ কিছু ছিট ছেড়ে দিয়ে বিএনপি নির্বাচনী জোট করার সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে ঝিনাইদহ-২ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীদের সামনে বড় প্রতিবন্ধকতা গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। রাজনৈতিক মহলে প্রচারণা রয়েছে, কেন্দ্রীয় বিএনপির গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে ঝিনাইদহ-২ আসনে ভোটের মাঠে নেমেছেন রাশেদ খান। বিএনপির সাথে গণঅধিকার পরিষদের নির্বাচনী জোট হলে এ আসন থেকে রাশেদ খানের মনোনয়ন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে স্থানীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা। জোট না হলেও গণঅধিকার পরিষদ থেকে দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান এই আসন থেকে নির্বাচনে লড়বেন।

জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা যায়, ঝিনাইদহ সদর (৪টি ইউনিয়ন ব্যতীত) ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলা নিয়ে ঝিনাইদহ-২ আসন। এ আসনে মোট ভোটার ৪ লাখ ৯৬ হাজার ১০৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ৪৬ হাজার ৯৩০ ও নারী ভোটার ২ লাখ ৪৯ হাজার ১৭১ জন। এ আসনে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৭ জন। ভোট কেন্দ্র ১৯৪টি।

আসনটি ঝিনাইদহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসন। জেলা সদর হওয়ায় সব দলই আসনটিকে নিজেদের দখলে রাখতে চায়। এ আসনে বিগত দিনে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের আধিপত্য ছিল। তবে এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মাঠে না থাকায় এবং জামায়াত সাংগঠনিক ভাবে শক্তি অর্জণ করায় ইসলামী মোর্চা গড়ে বিএনপির সাথে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিগত দুটি বিতর্কিত নির্বাচনে ভোট দিতে না পেরে ঝিমিয়ে পড়েছিলেন ভোটাররা। এবার তারা উৎসবমূখর ভোটের অপেক্ষায় রয়েছেন। ভোটাররা এবার নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবেন বলে মূখিয়ে রয়েছে।

ভোটের মাঠে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে, তারা হলেন, জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক হরিণাকুণ্ডু উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সাবেক ছাত্রনেতা অ্যাডভোকেট এম এ মজিদ। তিনি ২০১৮ সাল থেকে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে মাঠে কাজ করে যাচ্ছেন, তিনি একক মনোনয়ন প্রত্যাশী। এছাড়া এ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী অন্যরা হলেন সাবেক এমপি মশিউর রহমানের ছেলে, বিএনপির একটি অংশের নেতা ড্যাবের কেন্দ্রীয় নেতা ও জেলা বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা: ইব্রাহীম রহমান বাবু। জেলার অবকাঠামো উন্নয়নে এই আসনে তার বাবা সাবেক এমপি মশিউর রহমানের অনেক অবদান থাকায় তিনি দলীয় প্রার্থী হওয়ার চেষ্টা করছেন। এ দিকে জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক

জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি পিপি বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ এস এম মশিউর রহমান, এ আসনে দলীয় মনোনয়নের জোরালো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ক্লিন ইমেজের মানুষ হিসেবে পরিচিত। এ ছাড়া জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস (ছোট মজিদ) তারুন্যদিপ্ত নেতা হিসেবে দলে ব্যাপক গ্রহনযোগ্যতা রয়েছে তাই আগামী নির্বাচনে তিনি মনোনয়ন চাইবেন বলে জানিয়েছেন, এছাড়া কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মীর রবিউল ইসলাম লাবলু মনোনয়ন পেতে কেন্দ্রীয় ভাবে জোর লোবিং চালিয়ে যাচ্ছেন।

গুরুত্বপূর্ণ এ আসনটিতে জামায়াতে ইসলামীর জেলা আমীর অধ্যাপক আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর কে জামায়াতের একক প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি গ্রামে-গঞ্জে ভোটরদের কাছে পরিচিতি এবং তাদের মন জোগাতে ব্যস্ত সময় পার করছেন। তবে এ আসনে কোন কারণে জামায়েত প্রার্থী পরিবর্তণ হয় সেক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামীর ঝিনাইদহ সদর উপজেলা আমীর শিবিরের সাবেক নেতা ও সাবেক সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ড. হাবিবুর রহমানও জামায়াতের নেতা কর্মীদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে। দলীয় কর্মসূচি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ভোট গোছানোর কাজ করে যাচ্ছে জামায়াতে ইসলামী। বিএনপির পরিবর্তে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী হলে এবং বিএনপি সক্রিয় কাজ না করলে জামায়াত এ আসনটি দখলে নিতে পারে বলে ধারণা করছেন সাধারণ ভোটাররা। তরুণদের নেতৃত্বে গঠিত এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক তারেক রেজা এ আসন থেকে লড়বেন বলে জানা গেছে। জামায়াতের সাথে নির্বাচনী ঐক্য না হলে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ হাত পাখা প্রতীকে দলীয় একক প্রার্থী নিয়ে আগামী নির্বাচনে লড়তে পারেন দলটির জেলা সভাপতি এইচ এম মোমতাজুল করীম। এ আসনে ঝিনাইদহ ও হরিণাকুণ্ডুতে তাদের কিছু নিজস্ব ভোটার রয়েছে এবং তারা নতুন ভোটারদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করছেন।

এই আসনে বাম জোটের পক্ষে ভোটারদের তেমন সাড়া না থাকলেও জুলাই আন্দোলনে বাম ছাত্রফ্রন্টের ভাল অবদান ছিল। জাতীয় সংসদে বাসদের একক প্রার্থী হিসেবে অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জান নির্বাচন করবেন বলে জানাগেছে।

দলীয় ভাবে যদি কোন জোট বা মোর্চা তৈরী না হয়, তাহলে প্রার্থী যেই হোক এ আসনে মূলত বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যেই হতে পারে ভোটের লড়াই।